কলকাতার উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১১ সালের সি. আর. আর. ১৭২২

সাথে

সি. আর.এ. এন ১ সহ (২০১৮ সালের পুরনো সি. আর. এ. এন ৩০১১)

বিশাল সিং ও আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী দেবাশীষ রায়
	শ্রী কৌশিক চ্যাটার্জী
	শ্রী তীর্থঙ্কর দে
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়ালা
	শ্রী প্রতীক বোস
শুনানির তারিখ	০৬.০৭.২০২৩
বিচার	২৬.০৯.২০২৩

<u>বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় -</u>

১। তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা হয় বেহালা পুলিশের সাথে তদন্তের কার্যক্রম বাতিল করার জন্য স্টেশন মামলা নং ২৭৬ এর ২০১০ তারিখ ১৭.০৬.২০১০ ধারা ৩৬২/৩২৩/৩৪৪/৩৬৮/৩৯৫/৩৯৭/৩৪ অধীনে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ২০১০সালের বিজিআর নং ৩২৬৫ বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক আদালতে বিচারাধীন ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর।

২। এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড একটি ব্যাঙ্কিং সংস্থা যা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত (এরপরে উক্ত ব্যাঙ্ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) যার পূর্ব আঞ্চলিক কার্যালয় গিল্যান্ডার হাউস, ১ম তলা, ব্লক এ, ৮, এনএস রোড, কলকাতা-৭০০ ৩০১-এ রয়েছে। উক্ত ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় নিযুক্ত।

৩। আবেদনকারীরা উক্ত ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা এবং যথাক্রমে উক্ত ব্যাঙ্কের আইনী ব্যবস্থাপক এবং সংগ্রহ ব্যবস্থাপক হিসাবে মনোনীত হন।

৪। ২০১০ সালের বেহালা থানা মামলা নং.২৭৬ আলিপুরের লার্নড অ্যাডিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ উপ-ধারা ৩-এর অধীনে একটি আবেদনে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে তদন্তের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যাতে বেহালা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ উপ-ধারা ৩-এর অধীনে আবেদনটিকে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করার এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৬২/৩২৩/৩৪৪ ৩৬৮/৩৯৫/৩৯৭ ৩৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগের তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উক্ত অভিযোগে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপঃ

অভিযোগকারী, যিনি কলকাতা-৭০০ ০৩৪-এর বেহালা ইউনিক পার্কের পি-১৬৪-এর বাসিন্দা, তিনি তাঁর আন্টি নীলিমা কাঞ্জিলাল-এর গুরুতর অসুস্থতার বিষয়ে তথ্য পেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে তাঁর বাসভবন থেকে তাঁর চেরি রঙের টাটা সুমোতে (রেজিস্ট্রেশন নং. পশ্চিমবঙ্গ -০২এম-৯৬০১, ইঞ্জিন নং.৪৮৩দিএল৪৭জিঅই২৭-১৫১১০ এবং চ্যাসি নম্বর ৪১৮২০১জিওয়াইজেড৯১৩৩০৩) যা তাঁর কাছে ছিল একজন শম্পা রায়ের কাছ থেকে কেনা. তার চালক জীবন কুমার রাউথের সাথে,

প্রয়াত যোগদেব রাউথের ছেলে, মূলত হুরাহি গ্রামের বাসিন্দা, পি. এস. হরলাখি। জেলা মধুবনি, বিহার। সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে অভিযোগকারী পাঠকপাড়া বাস স্টপেজ বেহালা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ৫ (পাঁচটি) মোটর বাইকে ১০ (দশ) জন সু-নির্মিত ব্যক্তি টাটা সুমোকে ঘিরে ফেলে এবং থামিয়ে নিজেদের পুলিশ কর্মী বলে ঘোষণা করে গাড়ির কাগজপত্র দাবি করে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন অভিযোগকারীর বাম কানে আঘাত করে, যা রক্তক্ষরণ শুরু করে এবং সে নির্বোধ হয়ে যায়। তারা চালক জীবন কুমার রাউথকেও চড় মারে, ঘুষি মারে এবং লাথি মারে এবং টেনে বের করে।

অভিযোগকারী যখন জ্ঞান ফিরে পান তখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর চালক এবং তিনি টাটা সুমোর মাঝের আসনে বসে আছেন এবং দু 'জন ব্যক্তি তাদের পাশে রিভলভার এবং ছুরি হাতে বসে আছেন। একজন ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, অন্যজন সামনের আসনে এবং একজন পিছনের আসনে। তারা অভিযোগকারীকে চিৎকার না করার জন্য হুমকি দেয় বা তারা তাকে হত্যা করবে। অভিযোগকারী দুজনকে বিশাল সিং এবং আশুতোষ কুমার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, দুজনেই গিল্যান্ডার হাউস, এ-১, প্রথম তলা, ৮, এনএস রোড, কলকাতা-৭০০০০ ১-এর কর্মচারী। অন্যরা অজ্ঞাত ব্যক্তি ছিলেন। অন্যরা ৫ জন মোটরসাইকেলে করে অনুসরণ করছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারী এবং তার চালককে একটি পুরানো একতলা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল যা দমদম বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৩০ মিনিটের অভ্যন্তরে একটি অজানা জায়গায় ছিল। সেখানে তারা অভিযোগকারী এবং তার চালককে ১০ (দশ) দিনের জন্য বাড়ির একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখেছিল এবং তাদের শারীরিক নির্যাতনও করত। অভিযোগকারী সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল কিন্তু সেই অজানা ব্যক্তিদের বলা হয়েছিল, সময় এলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

অভিযোগকারী ঘটনার প্রথম দিনের পরে আর কখনও উক্ত বিশাল সিং বা আশুতোষ কুমারকে দেখেননি।

এরপরে অভিযোগকারী তার চালক জীবন কুমার রাউথের কাছ থেকে জানতে পারে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গাড়ির সমস্ত কাগজপত্র এবং গাড়ির মিউজিক সিস্টেম নিয়ে গেছে এবং তাকে কিছু কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে। তারা অভিযোগকারীর কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা নগদও ছিনিয়ে নিয়েছে যা তার আন্টির চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২৭.০৫.২০১০ তারিখের সন্ধ্যা ৫টার দিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারী ও তার চালককে গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর অজ্ঞাত স্থানে ছেড়ে দেয় এবং তাদের চোখ জামাকাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার পর অভিযোগকারী ও তার চালক কোনওভাবে ১০ (দশ) মিনিট হেঁটে দমদম এয়ার পোর্ট বাস স্টপে পৌঁছোয় এবং সেখান থেকে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে বেহালা থানায় পৌঁছয় এবং লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বেহাগকলা থানায় ঘটনার কথা জানায়, যা ছিল জি. ডি. এন্ট্রি নম্বর ২০০৪, তারিখ ২৭.০৫.২০১০।

পরের দিন অভিযোগকারী এবং জীবন কুমার রাউথ বেহালার বিদ্যাসাগর এস জি. হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসা নেন। তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়।

অভিযোগকারী এইচ.ডি.এফ.সি ব্যাঙ্ক, গিলান্ডেরে হাউস থেকে প্রায় ১৬৫০০০/- টাকার ব্যবহৃত গাড়ি ঋণ নিয়েছিলেন এবং ২৮টি কিস্তি পরিশোধও করেছিলেন। এরপরে তিনি তা প্রদান করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ ব্যাঙ্ক তার আসল বকেয়া থেকে বেশি পরিমাণ দাবি করছিল। এর আগে ব্যাঙ্কের লোকেরা ২৭.০৩.২০০৯ -এ টাটা সুমো অবৈধভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এরপর অভিযোগ ফৌজদারি আইনের ধারার ১৫৬ (৩) অধীনে দায়ের করা হয়,

এবং মাননীয় এ.সি.জে.এম, আলিপুরের আদেশের ভিত্তিতে গাড়িটি বেহালা থানা দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছে। এরপরে অভিযোগকারী ২০০৯ সালের টি. এস. নং ২৫৭৯-এর মাধ্যমে একটি দেওয়ানি মামলাও দায়ের করেন, নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন এবং এটি লার্নড ৭ দেওয়ানি বিচারকের (সিনিয়র ডিভিএন) সামনে বিচারাধীন রয়েছে।

উপরোক্ত দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদের আটজন অসামাজিক সহযোগী সহ আপনার আবেদনকারী এবং তার চালককে অপহরণ করেছে এবং তাদের ১০ দিনের জন্য আটকে রেখেছে এবং তাদের কামড়ে আহত করেছে এবং গাড়ি ও নগদ টাকা ডাকাতি করেছে এবং এই ধরনের অবৈধ কাজ করার জন্য মারাত্মক অস্ত্রও ব্যবহার করেছে এবং তারা ভারতীয় দন্ডবিধি এর ৩২৩/৩৬৩/৩০৮/৩৯৫/৩৯৭ ৩৪ ধারার অধীনে অপরাধ করেছে।

৫। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী নিম্নরূপ বলেছেনঃ-

এ) ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে বিপরীত পক্ষ নং ২ , আর্থিক প্রাপ্ত একটি চার চাকার গাড়ি কেনার জন্য উল্লিখিত ব্যাঙ্ক থেকে সহায়তা। একটি পরিমাণ টাকা ১, ৬৮,000/- মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বিতরণ করা হয়েছে বিপরীত পক্ষ নং ২ যা বিপরীত পক্ষ নং ২ টাকা পরিশোধ করে ৪৮ কিস্তি পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছে ৪৮২৭/- প্রতিটি। বিপরীত পক্ষ নং ২ একটি টাটা সুম্ও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নং- ডাবলু বি ০২এম-৯৬৫১ কেনার জন্য উল্লিখিত ঋণটি ব্যবহার করেছে।

বি) বিপরীত পক্ষ নং ২ প্রাথমিকভাবে কয়েকটি কিস্তি পরিশোধ করেছিল এবং তারপরে ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়েছিল। এই ধরনের ক্রমাগত খেলাপির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ব্যাঙ্ক চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে উপরোক্ত বাহনটিকে মেনে নিয়ে পুনরায় দখল করে। প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী। এই ধরনের দখলের আগে, উক্ত ব্যাংকটি ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ঋণ চুক্তিটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য ছিল।

সি) তার দ্বারা সংঘটিত খেলাপি দমন করে বিপরীত পক্ষ নং ২ ফৌজদারি কাজবিধি ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে একটি আদেশ প্রাপ্ত যার ফলে বেহালা থানায় মামলা নথিভুক্ত হয় ৩৪১/৩২৩/৩৭৯/৫০৬ এর ধারার অধীনে ২০০৯ তারিখ ৩.০৪.২০০৯ এর নং ১৩৫ ভারতীয় দণ্ডবিধি। তদন্ত চলাকালে পূর্বোক্ত মামলা তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদে গাড়িটি জব্দ করেছে উক্ত মামলার কর্মকর্তা মো. বিপরীত পক্ষের ২ নং মো উপযুক্ত আদালতে মুক্তির জন্য আবেদন করে যানবাহন উক্ত ব্যাঙ্ক এই ধরনের আবেদন দাখিল করার বিষয়ে অবগত ছিল না। তবে সংশ্লিষ্ট আদালত সন্তুষ্ট হয়ে গাড়িটি ছেড়ে দেন বিপরীত পক্ষ নং ২ এর পক্ষে।

ডি) উক্ত ব্যাঙ্ক তার কর্মচারীদের মাধ্যমে কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টের কাছে বাতিল করার জন্য একটি আবেদন পেশ করে, যা ২০০৯ সালের সি. আর. আর. ২৬৬২ হিসাবে গণনা করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বক্তব্য শোনার পর মাননীয়া আদালত উপরোক্ত মামলার পরবর্তী সমস্ত কার্যধারা স্থগিত রাখতে সম্মত হয়।

ই) তার পক্ষে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও, বিপরীত পক্ষ নং ২ ঋণ পরিশোধে ক্রমাগত খেলাপি হয়ে পড়ে এবং এই পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যাংকটি কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টের শিক্ষিত ষষ্ঠ বেঞ্চে ২০০৯ সালের ৩০১৭ নম্বর মালিকানা মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয় এবং রিসিভার নিয়োগের জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৫১ সহ পঠিত আদেশ ৪০ বিধি ১ এর অধীনে একটি সংযুক্ত আবেদনও দাখিল করে।

১৭.৬.২০০৯ তারিখের আদেশ অনুসারে, কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টের ৬ষ্ঠ বেঞ্চ, বিজ্ঞ বিচারক, পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, রিসিভার নিয়োগের জন্য উক্ত ব্যাঙ্কের অনুরোধের অনুমতি দিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করতে রাজি হন। এইভাবে নিযুক্ত রিসিভারকে তার এজেন্টের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে পুলিশের সহায়তায় গাড়িটি পুনরায় দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এফ) এই ধরনের আদেশ অনুসরণ করে লার্নড সিভিল কোর্ট কর্তৃক তার এজেন্টের মাধ্যমে নিযুক্ত রিসিভার ১৭.০৫.২০১০-এ প্রশ্নযুক্ত গাড়িটি পুনরায় দখল করে। এই ধরনের পুনর্বাসনের পরে লার্নড রিসিভার যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট আদালতকে তার অনুমোদিত এজেন্টের দ্বারা পুনর্বাসনের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

জি) বিপরীত পক্ষ নং ২, সিভিল কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভার দ্বারা গাড়িটি দখলের বিষয়ে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, ভ্রান্ত উদ্দেশ্য এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন যার ফলে জন্ম হয় তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে।

৬। আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী বিচার আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা বাতিল করার জন্য আবেদন করেছিলেন।

৭। মনে হচ্ছে যে প্রশ্নবিদ্ধ গাড়িটি সিটি সিভিল কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভার কর্তৃক জব্দ করা হয়েছে, উক্ত ব্যাংকের কর্মকর্তারা নয়। রিসিভার কর্তৃক এই ধরনের জব্দের বিষয়ে অবগত থাকা সত্ত্বেও, কার্যত অভিযোগকারী মিথ্যা এবং মনগড়া কারণের ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৮। **সূর্যপাল সিং বনাম সিদ্ধ বিনায়ক মোটরস এবং অন্যান্য**[১]! মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

"২. ভাড়া ক্রয় চুক্তি, এটি অর্থদাতা যিনি গাড়ির মালিক এবং যে ব্যক্তি ঋণ নেন তিনি গাড়িটি কেবল বেইলি/ট্রাস্টি হিসাবে ধরে রাখেন, তাই, কিস্তি পরিশোধ না করার ভিত্তিতে গাড়িটি দখল করা ইতিমধ্যে অর্থদাতার আইনী অধিকার হিসাবে বহাল রাখা হয়েছে। এই আদালত ত্রিলোক সিং এবং ওআরএস বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠি মামলায় তার রায় অনুসারে স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে, অর্থদাতা গাড়ির আসল মালিক, তাই, গাড়ির দখল রাখার জন্য তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি আবার কে. এ. মথাই ওরফে বাবু এবং আনার ভি-তে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। কোরা বিববিকুট্টি এবং আনার; জগদীশ চন্দ্র নিহাওয়া বনাম এস. কে. সরাফ এবং চরণজিৎ সিং চাড্ডা এবং অন্য বনাম সুধীর মেহরা, সুন্দরম ফাইন্যান্স লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্য মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী রায় অনুসরণ করে; শ্রীমতী লালমুনি দেবী বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য এবং বলবিন্দর সিং বনাম সহকারী কমিশনার, সি. সি. ই।

৩. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাথমিকভাবে আমরা মনে করি যে, নীচের আদালতগুলি বর্তমান আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি করেছে এবং যা আইনে টেকসই নয় বলে মনে হয়।

৯। **টাটা মোটরস ফাইন্যান্স লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**[২] কলকাতা হাইকোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"এখন রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, গাড়িটি পুনরায় দখল করার আগে মামলার প্রকৃত অভিযোগকারী ২ নং বিরোধী পক্ষকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং দখলের পূর্ববর্তী ও দখলের পরবর্তী উভয় তথ্যই সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছিল।

---

[১](২০১২) ১২ এস. সি. সি ৩৫৫

[২]২০১৩ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৮৬৫৫

বিপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই অবস্থানের বিরোধিতা করেননি, তবে এআইআর ২০০৭ সুপ্রিম কোর্ট ১৩৪৯-এ প্রকাশিত ***আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজার বনাম প্রকাশ কৌরের*** *মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যাংক ঋণ পুনরুদ্ধার এবং যানবাহন জব্দ করা কেবলমাত্র আইনি উপায়ে করা যেতে পারে, আবেদনকারীর দ্বারা গৃহীত পদ্ধতিতে নয়।*

এইভাবে পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বক্তব্য তথ্য এবং রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত উপকরণগুলি থেকে আমি দেখতে পাই যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে কিস্তির পরিমাণ পরিশোধ না করার জন্য ভাড়া ক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ডিফল্ট ধারাটি আহ্বান করে অর্থদাতা একটি গাড়ি পুনরায় দখল করেছিলেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে কোনও ফৌজদারি অপরাধ করা হয়নি বলে বলা যেতে পারে। এই বিষয়ে ত্রিলোক সিং বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠির ক্ষেত্রে নির্ভরতা স্থাপন করা যেতে পারে যা এআইআর ১৯৭৯ এসসি ৮৫০-তে রিপোর্ট করা হয়েছে। উক্ত মামলায় মাননীয় শীর্ষ আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি কে. এ. মথাই @বাবু বনামের ক্ষেত্রে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে। কোরা বিবিকুট্টি (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি ২১২-এর পাশাপাশি চরণজিৎ সিং চাড্ডিয়া বনাম সুদির মেহেরার ক্ষেত্রে (২০০১) ৭ এস. সি. সি ৪১৭-এ রিপোর্ট করেছেন।

এই ফৌজদারি সংশোধন সেই অনুযায়ী সফল হয় এবং অভিযুক্ত অভিযোগ বাতিল করা হয়।"

১০। **হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য**[৩] সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

" ১০২. চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধান এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের একটি সিরিজে এই আদালত দ্বারা বর্ণিত আইনের নীতিগুলির ব্যাখ্যার পটভূমিতে যা আমরা বের করেছি এবং উপরে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে,

[৩]১৯৯২ সাপোর্ট (১) এস. সি. সি ৩৩৫

আমরা উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে যেকোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য অথবা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য।, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না।

(৪) যেখানে এফআইআর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ নয়, বরং কেবল একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোডের ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়) কোনও বিধানে কার্যধারা প্রতিষ্ঠা এবং অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে স্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং/অথবা যেখানে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনে একটি নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা সংক্ষুব্ধ পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং তা সত্ত্বেও একটি উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়। ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে। "

১১। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১০ সালের বিজিআর নং ৩২৬৫, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬২/৩২৩/৩৪৪/৩৬৮ ৩৯৫/৩৯৭/৩৪ ধারার অধীনে, আলিপুরের লার্নড অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন, ২০১০ সালের বেহালা থানা মামলা নং ২৭৬ তারিখের ১৭.০৬.২০১০ বাতিল করা হয়েছে।

১২। ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ২০১১ সালের সিআরআর ১৭২২ অনুমোদিত।

১৩। তদনুসারে, ২০১১ সালের সিআরআর ১৭২২ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে,

১৪। তাও নিষ্পত্তি করা হয়েছে, দামের কোন অর্ডার নেই।

১৫। এই রায়ের অনুলিপিটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সম্মতির জন্য লার্নড ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

১৬। সমস্ত পক্ষ যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

(বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly